গুলমোহর

গুলমোহর

প্রকাশ চন্দ্র নান প্রযোজিত

চিত্রযুগের নিবেদন

পরিচালনা : **কার্তিক চট্টোপাধ্যায়**

কাহিনী : **বিমল মিত্র**

সংগীত : **পবিত্র চট্টোপাধ্যায়**

চিত্রগ্রহণ : **রামানন্দ সেনগুপ্ত**

শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত

সম্পাদনা : হরিদাস মহলা-নবীশ

শিল্প-নির্দেশক : সুনীল সরকার

ব্যবস্থাপনায় : অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপসজ্জা : মনোতোষ রায়। দৃশ্যঅঙ্কন : রামচন্দ্র সিন্ধে। স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ প্রচার : বাগীশ্বর ঝা। গীতিকার : প্রণব রায় ও পণ্ডিত ভূষণ। যন্ত্র সংগীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা। দৃশ্যসজ্জা : গোপী সেন। সংগীত ও শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ কণ্ঠসঙ্গীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলা মিশ্র, সিপ্রা বসু।

চিত্রনাট্য : কার্তিক চট্টোপাধ্যায় ও বিমল মিত্র।

: সহকারীগণ :

পরিচালনা : প্রিয়লাল মুখোপাধ্যায় ও সুধীর চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে : সুখেন্দু দাসগুপ্ত, কানাই দাস ও বাউরী বন্ধু। শব্দগ্রহণে : সৌমেন চট্টোপাধ্যায় ও বাবাজি শ্যামল। সম্পাদনা : অনিত মুখোপাধ্যায়। রূপসজ্জা : অনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিলু রাণা। ব্যবস্থাপনায় : অসিত বোস, কেষ্ট দে, হাবুল রায়। চিত্রনাট্য : নির্মল চট্টোপাধ্যায়। আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, তারাপদ, সুভাষ সুনীল, রামদাস, রামবিলাস, কাজী। রসায়ণাগার : অবনী রায়, মোহন চট্টোপাধ্যায় তারাপদ চৌধুরী, নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু মণ্ডল। সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, গণেশ মণ্ডল।

—রূপায়ণে—

বিশ্বজিৎ ও নবাগতা অমৃতা রায়

অসিত বরণ, এস্, এন্ ব্যানার্জ্জি (বম্বে), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, সুকুমার মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ), অনিল চক্রবর্ত্তী, মুকুন্দ চট্টোপাধ্যায়, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস, সুনীত মুখোপাধ্যায়।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী

ভারতী দেবী, গীতা দে, মীরা দেবী, আশা দেবী, মালা বাগ, স্বর্ণালী বসু, রাজিয়া, যুথিকা, জ্যোৎস্না, রূপালী, শীলা, দীপালী, শুভ্রা, সুজাতা, ইলা, বীথিকা, মীরা, শক্তি, কৃষ্ণা, মিণু, সঙ্গীতা, ডলি, মল্লিকা,

অজিত, সর্ব্বজিৎ, দিলিপ, প্রদীপ, নাহা, মানিক অভিজিৎ, রজত, মুকুন্দ, রবীন, প্রীতম, লক্ষ্মী সতজিৎ, নিতাই, মুকুল, অশোক সুকুমার ইত্যাদি।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

গোপেন্দু ভট্টাচার্য্য, হামুদা গিরিডি মহারানী কুচবিহার।

●

টেক্‌নিশিয়ান্স ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ এ আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাঃ প্রাঃ লিঃ এ পরিস্ফুটিত

পরিবেশনায় :

মিতালী ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ

কাহিনী

কবি লিখেছেন,—পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ.....

বাইরে থেকে ভারতবর্ষের নানা ভাষা, নানা ধর্ম্ম, নানা সংস্কৃতি। কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত তার বৈচিত্র্য বিস্তার। তবু সেই বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে একটি ঐক্যতান জাতীয় জীবনকে পরিবেষ্টিত করে আছে তা বাইরে থেকে সকলের চোখে ধরা পড়ে না। বাংলার মানুষ উৎকলে যায়, উৎকলের মানুষ যায় গুজরাটে। এমনি করে ভারতবর্ষের তীর্থ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন সংস্কৃতি একাকার হয়ে এক অখণ্ড রূপ ধারণ করে।

এ অখণ্ডতা তীর্থ সঙ্গমের অখণ্ডতা।

মানুষের প্রেমও সেই রকম এক তীর্থ সঙ্গম। নইলে বাংলার ছেলে আনন্দ অন্য শিল্পীর মত ছবি এঁকেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। জীবিকার জন্যে যেমন অন্যরা বিদেশে যায় তেমনি বিদেশে যেত, আবার জীবিকার শেষে ফিরে আসতো বাংলাদেশে। কিন্তু এমন করে সে জড়িয়ে পড়লো কেন! কেন সে ভারত-বোধের অখণ্ড আত্মার আলোয় অবগাহন করলো!

এ অখণ্ডতাও সেই তীর্থ সঙ্গমের অখণ্ডতা।

আসলে আনন্দ নৈনিতালের চৌহান লজে চাকরি করতে গিয়েছিল মানুষের ছবি আঁকতে নয়। জন্তু জানোয়ারের ছবি আঁকতে। বুড়ো একটা মানুষ চৌহান লজের মালিক। মানুষের চেয়ে জন্তু জানোয়ারের দিকেই তার বেশী আকর্ষণ। তাঁর খেয়াল মর্জির মূল্য দেয় এমন লোক ভূভারতে পাওয়া ভার। শেষ কালে চাকরি ছেড়ে আনন্দর দেশে ফিরে আসারই কথা। কিন্তু তখন আর এক অজ্ঞাত রহস্যের জালে সে আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে গেছে। সে রহস্য প্রীতির, সে রহস্য শুভাকাঙ্ক্ষার, সে রহস্য আত্মসমর্পনের। আত্মসমর্পন না করলে কি পর কখনও আপন হয়!

নয়না সেই রকম একটি পরের মেয়ে। চৌহান লজের কর্তার ভাইঝি, পুরো নাম নয়না চৌহান। নয়না চৌহান শুধু সুন্দরী নয়, কয়েক লক্ষ টাকার মালিকও। তার পরলোকগত বাবার উইলে লেখা আছে যে আলমোড়ার ধর্ম্মেন্দর চৌধুরীর ছেলে বুলবুল চৌধুরী যেদিন নয়নাকে বিয়ে করবে সেদিন সে শুধু নয়নারই স্বামী হবে না, তার বাবার দেওয়া পনেরো লক্ষ টাকার গুলমোহর এষ্টেটের মালিকও হবে। ব্যাপারটা নির্বিঘ্নেই হয়ত একদিন সমাধা হয়ে যেত। কিন্তু যত সহজে সমাধা হতো তা হলো না। হলো না তার কারণ—রজনী। এই রজনীই হলো এই কাহিনীর মূল রহস্য। এই রজনীর আবির্ভাব না হলে এ গল্প লেখাও হতো না, এ কাহিনীর চিত্ররূপও হতো না। আসলে রজনী শুধু মাত্র রহস্যই নয়, সে এক অলৌকিক আবির্ভাবও। তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই কাহিনী জটিল হয়ে উঠলো। কে সে! কেন রজনীর চেহারার সঙ্গে নয়না চৌহানের চেহারার এত সাদৃশ্য! কেন সে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়! সে কি নয়না চৌহানের শুভাশুভের সঙ্গে জড়িত! কেন নয়না চৌহানের ভাবী স্বামী বুলবুল চৌধুরী তাকে অনুসরণ করে, তাকে অনুসন্ধান করে! কেন সে পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে গেল! সে কি সত্যিই পাগল! যদি সে পাগলই হয় তাহলে কে তাকে পাগল করেছে!

এরপর আর আনন্দর উদাসীন হয়ে থাকা চলেনা। এরপর নয়নারও আর নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। নয়না আর আনন্দ তখন যুক্ত হয়েছে এই রহস্যের উন্মোচন করতে। কিন্তু যখন প্রমাণ হলো রজনী আসলে এক গরীব দাসীর মেয়ে, তখন বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে নয়নার বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। তার বিয়ে হয়ে গেলেও কিন্তু কাহিনী সরল, সহজ হলোনা। গ্রন্থি আরো জটিল হয়ে উঠলো তারপর থেকেই। তারপর কোথায় রইল বুলবুল চৌধুরী, কোথায় রইল রজনী, রহস্যআরও জটিল হয়ে উঠলো।

দেখা গেল আনন্দর অনুমান ঠিক। সে ঠিক মানুষকে চিনতে ভুল করেনি। তার ভালবাসায় খাদ ছিল না বলে তার প্রেমের তীর্থ-সঙ্গমে অবগাহন করা সার্থক হলো। তার ভারত-বোধের অকৃত্রিমতায় সে বাঙ্গালী থেকে ভারতীয় হয়ে উঠলো।

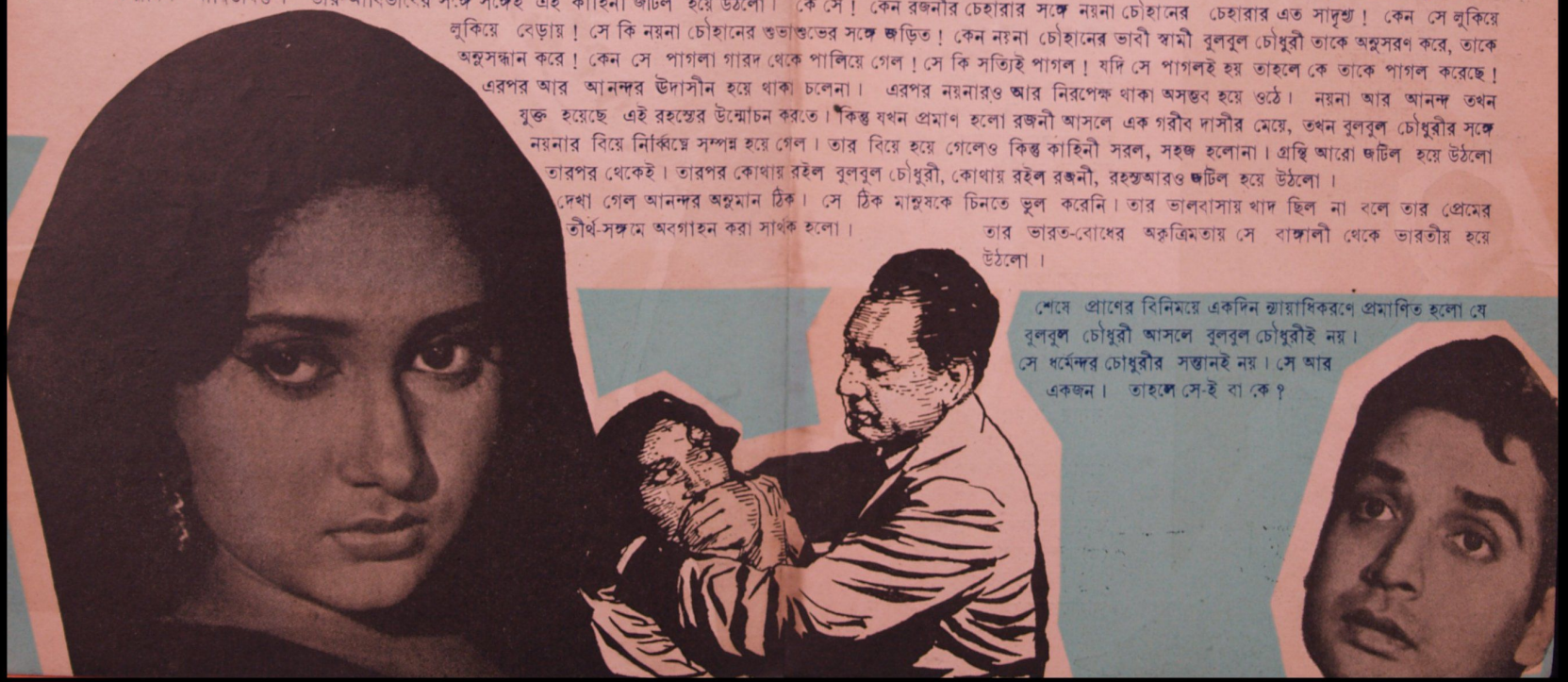

শেষে প্রাণের বিনিময়ে একদিন ন্যায়াধিকরণে প্রমাণিত হলো যে বুলবুল চৌধুরী আসলে বুলবুল চৌধুরীই নয়। সে ধর্মেন্দর চৌধুরীর সন্তানই নয়। সে আর একজন। তাহলে সে-ই বা কে?

সংগী

(১)

রাত কাঁদে
মন কাঁদে একা একা
কোথা সাথী মোর
আজো সে দিলনা দেখা
পথ চাওয়া দীপ
জ্ব'লে জ্ব'লে হায়—
সাথীরে খুঁজে না পায়—
নিজেরে শুধু জ্বালায়
ও নিশি রাত
আমার ব্যথা বলো জানাই কারে
এই পাহাড়ী ফুলের দেশে
করে ফাগুন যাওয়া আসা
আজো পেলোনা সাথী আমার
ভালবাসা
ও বনফুল, যারে খুঁজি কেন পাইনা তারে
ওই পাপিয়া শুধায় মোরে
তোর পিয়া এলো নাকি ?
হায় আধেক জীবন গেল
আধেক বাকি
ও পাপিয়া কত নিশি যাবে পথের ধারে।

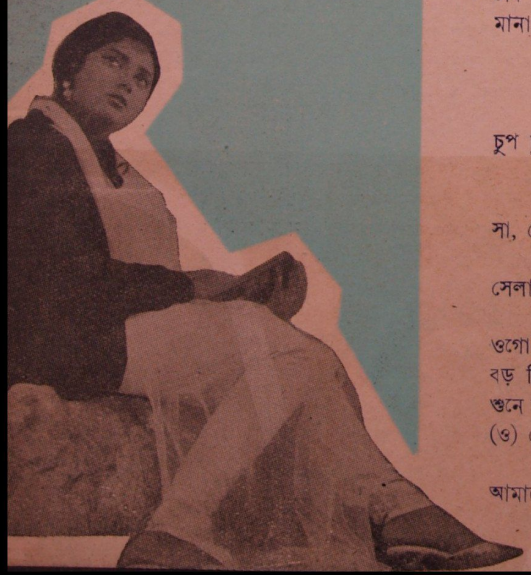

(২)

কে আমায় কাছে চায়
অলখে টানে ?
কার বাঁশি সাড়া দেয়
আমারই গানে
আমার মন জানে ॥
এই মনের মণি কোঠায়
সে বুঝি গো চোর
চুপি চুপি পরালো সে
রাঙা রাখী ডোর
রামধনুর স্বপ্ন যে নিমেষে আনে
মোর পরাণে সে মোর পরাণে।
কে আমায় ছুঁয়ে যায়
মৃদু হাওয়াতে
লুকোচুরি খেলা তার
আলো ছায়াতে।
মালা হয়ে দোলে বুকে
ভালবাসা তার
মন বোঝে চোখে চোখে
কি যে ভাষা তার
চাঁদ হয়ে রয় চেয়ে মুখেরই পানে
মানা না মানে
সে মানা না মানে।

(৩)

চুপ চুপ চুপ
ঐ দেখ গাইয়ে এক
আসছে থুপ থুপ।
সা, রে, গা, মা, পা, ধা
গলাটি ওর সাধা
সেলাম তোমায় ওস্তাদজী
খাসা তোমার রূপ।
ওগো ওস্তাদ বাহাদুর
বড় বিদখুটে ওই সুর
শুনে হ'ল ঝালা পালা কান।
(ও) কোয়েল পাখী
(তাই) তোমায় ডাকি
আমাদের জলসায় শোনাও না গান।

এই চৈতালী দিন
(যেন) স্বপ্ন রঙিন
মন চায় মেলতে পাখা,
চলার পথে আজ ছন্দ এলো
জীবনে প্রথম আনন্দ এলো
ওই সোনার আলো
প্রাণে রঙ ছড়ালো
দুটি চোখে আবেশ মাখা ॥

(৪)

নিঝুম নিশীথে
আলেয়ার মত কে গো
দূর হতে মোরে ডাকে
সেকি তুমি ? সে যে তুমি ॥
কার স্মৃতি আজো
ঘুম কেড়ে নিয়ে
আমারে জালায়ে রাখে
সেকি তুমি ? সে যে তুমি ॥
বাসনা আমার সযতনে আজো
সকল মাধুরী দিয়ে
কার ছবি খানি আঁকে ?
সেকি তুমি ? সে যে তুমি ॥
প্রদীপ নেভানো
একা ঘরে মোর
মনে হয় ছায়া সম
কে যেন আসিয়া
সারা নিশি কাঁদে
মুখ রাখি বুকে মম
সে কি তুমি ?

ছল ছল করা
জল ভরা আঁখি
নিশীথের তারা হয়ে
মোর পানে চেয়ে থাকে
সেকি তুমি ? সে যে তুমি ॥

(৫)

এ্যয়সী পিলায়ী ইয়ার নে
দীওয়ানা ক্যর দিয়া
শুরমানে ওয়ালী আঁখো কো
মস্তানা ক্যর দিয়া।
দেখোনা সজনা
ইউ দেখোনা রে
নয়না হ্যাঁয় তোরে জাদু ভ্যরে।
বাঁকি ইয়ে তোরে
চল্ চল্ য্যাওয়ানী
হো গ্যারী দেখ্কে
ম্যয় তো দিওয়ানী
শ্যরমিনে রস ভিনে হুয়ে
নয়না বাওয়রে ॥

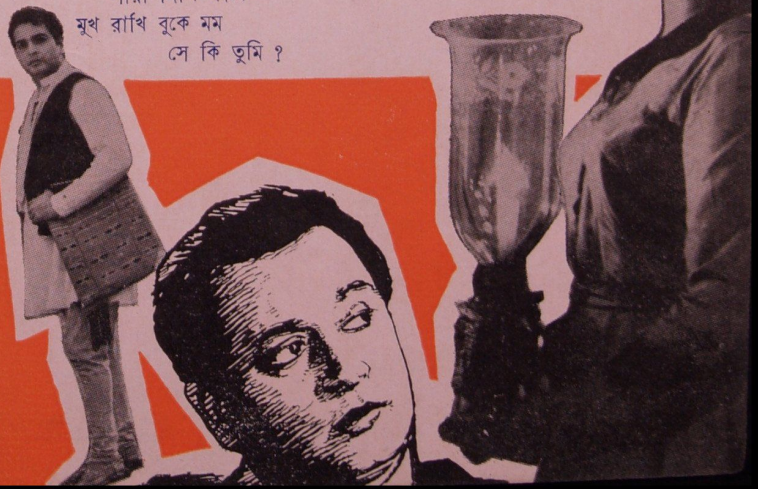

আগামী নতুন ছবি

চিত্রযুগের

মাধবীলতা

কাহিনী · রাজকুমার মৈত্র

পি · এ · ফিল্মসের

দেবী তীর্থ

কামরূপ কামাখ্যা

চিত্রনাট্য • বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

পরিবেশনা · মিতালী ফিল্মস